প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক : অনিল আচার্য। অনুষ্টুপ
২ই নবীন কুণ্ডু লেন ¦ কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক : "ইটারনিটি" প্রিণ্টার্স
৮, ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলকাতা-১০

পাশে আয় সহোদর, কাঁধে রাখ্‌ তোর হাত আকাশসমান।
চারপাশ অন্ধকার ; স্থির আলো জ্বেলে ধর্‌ তোর দীপ্ত চোখে।
জন্মের কঠিন স্পর্শ তোকে আমি দেবো এই অসুখে ও শোকে—
আমাকে কোথায় ফেলে যাবি তুই, আমি তোর মায়ের সন্তান॥

সূচি

ধোঁয়ার আড়ালে

সবাই যখন আত্মঘাতী হবার জন্য বুকের উপর ছুরি তুলে
চোখ বন্ধ করে চলে গেছে,
সে-ও তার সাঁড়াশির মতো কঠিন আঙুলে
কণ্ঠনালী চেপে ধরবে কিনা,
এ রকম এক হিম তরলস্রোতের ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছে ;

পিছনে শুক্‌নো খড়ের প্রতিমার মতো
তার মা
চোখের জল মুছে উনুনে হাওয়া দিচ্ছে—
বড়ো ধোঁয়া সরিয়ে
ছোটো ধোঁয়ার পাতলা আস্তরণের তলায়
আগুনের নীল শিখার রাগ জ্বালাতে।

সে ফিরেও ছাখে না,
ধোঁয়ার আড়ালে,
নীল শিখার সুতীব্র কামনায়

চোখের জলের মতো অবিশ্রান্ত বহে যায় জীবন· ·

শোক

শোকমিছিলের পিছুপিছু ধাওয়া করে
শোকের কারণ কালোগাড়ি ।
জামার অন্তর্গত বিহ্বল শরীর জুড়ে ঘামের মতন
শহরের আত্মমগ্ন শোক জমে, ঝ'রে পড়ে
পায়ের পাতায়—
যেন ক্লান্তি, যেন দৈন্যভার ।

এইসব লক্ষ করে শোকের কারণ কালোগাড়ি ॥

বেহুলা

নরম নদীর জলে জেগে থাকে প্রার্থনার মতো
উজ্জ্বল নারীর দেহ — গলিত সূর্যের সোনা তার
মায়াময় করতল বিছিয়েছে মুখের উপর
পরাজিত সান্ত্বনার মতো চাপা রাগে, শোকে, দুঃখে,
কান্নার আওয়াজ তুলে নদী তাকে ধ'রে রাখে বুকে—

কেননা মাটির ঘরে বেহুলার জোটেনি আশ্রয় !

জলছবি

১

জলস্রোত নেমে গেলে পড়ে থাকে মাটির উপর
কিছু কিছু পাপচিহ্ন ;
মানুষ, বসতি আর তার ভালোবাসার খবর
দুর্বল আলোর মতো প্রবল বাতাসে ছিন্নভিন্ন
উড়ে যায়—যেখানে রয়েছে শুয়ে শোকক্লান্ত
পাথরপ্রতিমা ॥

২

সরল বিশ্বাস নিয়ে দীর্ণ ক'রে আকাশের সীমা
রোদ এসে ছুঁয়েছে এ-মাটি :
জলস্রোত নেমে গেছে ; এখন আবার পরিপাটি
উজ্জ্বল আঁচল কাঁধে হেঁটে যাচ্ছে সোনার প্রতিমা ॥

নদী মানে অভিমান, জল মানে অতৃপ্ত প্রবাহ

খুব ভোরে জেগে ওঠে বুকের ভিতরে নদীজল—
নদী মানে অভিমান, জল মানে অতৃপ্ত প্রবাহ—
বিপদসীমার ঠিক কিছু নিচে তার ম্লান দেহ
অস্পষ্ট স্মৃতির মতো ভেসে থাকে ; ঝুপঝুপ শব্দে
খসে পড়ে ভিজে মাটি ; গাছের শিকড়ে দোল খায়
ঢোঁড়া সাপ ; মেঘময় আকাশের ঘনকালো চোখ
শ্মশানচিতায় খোঁজে বিদ্যুতের চকিত ইশারা ;
ঘরের ভিতরে মৃত্যু উদাসীন সারাদিন ঘোরে···

শৈশবের স্মৃতিহীন অভিমান বুকের গভীরে
রক্তাক্ত ছোবল হানে ; রক্তের উলঙ্গ আবির্ভাবে
বিপদসীমানা ছুঁয়ে শব্দময় ঘূর্ণি হেসে ওঠে ;
ভোরের কুসুম ভেঙে পঙ্গু শিশু সপ্তাশ্বরথের
উদ্দাম লাগাম ছাড়ে ঃ ফুঁশে ওঠে ক্রোধী নদীজল ;
নদী মানে অভিমান, জল মানে অতৃপ্ত প্রবাহ—

গৌতম, গৌতম

খোলা তলোয়ারের মতো রোদে ঝল্‌সাচ্ছে
        এক মাইল দীর্ঘ বালিয়াড়ি—
উষ্ণীষের উজ্জ্বলতা নিয়ে জলের উপর
        ভেসে আছে রক্তমাখা সূর্যের গোলক—
শরীরে আমন্ত্রণ তুলে শুয়ে আছে
        যুবতী গোপার মতো সমুদ্র —

এইসব উপেক্ষা ক'রে কাষায় পরিহিত গৌতমকে
        কেন চলে যেতে হলো বোধিবৃক্ষের খোঁজে ?

শিল্পীবিষয়ক

মানুষের জন্য নয় কোনও মানবতা।

শুধু বাড়ে পশুর লালসা,
বাড়ে পশুপালনের অভিজ্ঞতা,
আক্রমণোদ্যত চিতার থাবায় ঝরে
সৌন্দর্যের দীপ্ত প্রতিভাস।
হরিণের সহায়হীনতা
নিরাপদ দূর হতে ধরি স্থির চিত্রকল্পনায়।
শব্দের স্বভাব বুঝে অর্থের অভাব
দূর করি ; মার্জিত, বিনয়ী হয়ে রই—
শিল্পের সংসার জুড়ে একা হয়ে রই।

তবু কিছু দুর্বিনীত শব্দের শরীরে
অর্থময় ধ্বনি ঘোরে প্রশ্নের প্রবাহে—
মানুষের জন্য নয় কোনও মানবতা ?
আক্রমণোদ্যত ওই চিতার লালসা ছাড়া,
তার লালসার শিল্পিত প্রেরণা ছাড়া,
হরিণের দীপ্তিময় সহায়হীনতা ছাড়া
আরও কতকাল পশুপালনের অভিজ্ঞতা
অর্জনে নিরত রইবে শিল্পীর স্বভাব ?

এক কিশোর

এক কিশোর তার চারপাশে জানান্ দিতে দিতে
হয়ে উঠল একদিন যুবক।
তার যৌবনের সমৃদ্ধি দিয়ে সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
মথিত করতে করতে
ভদ্রলোক অনুভব করলেন বেলাশেষে বাঁকের মুখে
ভাঁটায় নদীর শরীর বসে যাচ্ছে :
জেগে উঠছে কাঁকড়ার পায়ে পায়ে মাটির নরম বুকে
দুর্বোধ্য আল্‌পনার কুটিল ইশারা।
অসহায় বৃদ্ধ হাহাকার হেনে পিছনে চোখ ফেরাতেই
নজরে উঠে এলো,

এক কিশোর, তাঁরই পুত্র, চারপাশে জানান্ দিতে দিতে
হইহই করে ছুঁয়ে ফেলেছে
দাম্ভিক যৌবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় সত্তার—

ভদ্রলোক স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে দেখলেন,
ব্যর্থতার কোমর ভেঙে
মাটি-কামড়ে-পড়ে-থাকার অবিনাশী ইচ্ছায়
গাছের শিকড়ে শিকড়ে
এগিয়ে চলেছে পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে
ক্রান্তদর্শী সফলতাগুলি ॥

আশ্বিনের লেখা

যে আমাকে দেবে নিরাময়
তারই চোখ রক্তজবা যদি,
কে আমাকে দেবে নিরাময় ?

আমি তাকে দেবো নিরাময়,
এ ভেবে সজল চোখ তোলো-
আমারই দু'চোখে রক্তজবা
দেখে তুমি নিরাময় ভোলো।

কার চোখে করুণার জল
কার অঙ্গ মলয়শীতল
কে বা দেবে কাকে নিরাময়
হে প্রিয়, এ কঠিন সময়···

একটি কবিতা প'ড়ে

'যে যাকেই ডাক দিক, মনে হয় আমাকে ডাকছে'

প্রতিটি আহ্বান আমি নিজের উদ্দেশে ধ'রে নিয়ে
বুক পেতে ছুটে যাই নাড়ি-ছেঁড়া সে-ডাকের কাছে।
'আমাকে ডেকেছ যদি, এই আমি এসেছি নিকটে' —
ব'লে যেই আহ্বানের উৎসমুখে দু'হাত বাড়াই,
অমনি সে-ডাক যেন বহু দূরে চ'লে যায়
আমাকেই উপহাস ক'রে :
'তুমি নও, তুমি নও', প্রতিধ্বনি বাতাসের বুকে।

বন্দনা

জেগে ওঠো
জাগো তুমি
জেগে ওঠো
দুলে ওঠো
মহাপ্রাণ
মহা আশা
ভাষা নিয়ে
জেগে ওঠো
হে মহান
সাধারণ
হে বিনয়
দুর্বিনীত
বিজয়ের
সংগীতের
সুরে জাগো
তুলে ধরো
অবিনাশী
জীবনের
জেগে ওঠো
দুলে ওঠো
মর্যাদার
স্রোত নিয়ে
জাগো তুমি
জেগে ওঠো
জাগো, জাগো

নতুন বছরের কবিতা

কোন্ সুখে সুখী হতে চাও তুমি প্রিয় !
আমি তো সুখের সংজ্ঞা এখনও জানিনা,
মানুষ মানুষী সব কীসে সুখী, সুখ কাকে বলে ।

লোহার বাসর ঘর । কী সুখে ঘুমোয়
বেহুলা ও লখিন্দর । অসুখের ছিদ্রপথ খুঁজে
ঢোকে তীব্র কালনাগ, তার বিষে জ্ব'লে যায় সুখ ।
কোন্ সুখে তবুও বেহুলা
সমুদ্রে ভাসায় ভেলা কোলে নিয়ে বিষমাখা দেহ !

কোন্ সুখ তুমি চাও ?

লোহার বাসরঘরে জ্বরতপ্ত শরীরের ঘাম
বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, নামে ক্লান্ত ঘুম ।
ছিদ্রপথ খুঁজে ঢোকে তীব্র কালনাগ ;
তার বিষে সুখ জলে, কী অসুখে লখায়ের বুক জ্ব'লে যায়
ভাসিয়ে সমুদ্রে ভেলা বেহুলা বিপুল মহিমায়
নিয়তির দর্পচূর্ণ করতে যায় শোকঅশ্রু মুছে
কোন্ সুখে, তুমি জানো ?

তুমি চাও কোন্ সুখ ? কীসে তুমি সুখী হবে প্রিয় ?

শব্দের গভীরে

শব্দের গভীরে থাকে মানুষের দুঃখ ও বেদনা,
আনন্দ, উল্লাস, সুখ ; কবি সেই শব্দ ছেনে ছেনে
তুলে আনে তেতো দুঃখ, প্রিয় সুখ ছন্দের বাঁধনে
একাকী বা সম্মিলিত মানুষের বুকের নিকটে।

অতল সাগরে ঝাঁপ দ্যায় ডুবো সাঁতারুর প্রাণ।
সেখানে রয়েছে রত্নহীরামুক্তামাণিক্যের ছটা ;
তুলে এনে পৃথিবীকে মনোমতো সাজিয়ে গুছিয়ে
ঘর-গেরস্তালি পাতে ব্যক্তিগত সাধে ও আহ্লাদে !

মাটির গোপনে বীজ টানটান প্রতীক্ষায় আছে —
লাঙলের ফালে পেতে চুম্বনের সুদীর্ঘ আস্বাদ,
ফসলের রূপ নিয়ে জেগে উঠতে বিপুল বৈভবে।

তোমার শরীরে, মনে রয়েছে যে ঐশ্বর্যের রাশি,
সে-ও কি আমার স্পর্শে নতুন দ্যোতনা পেতে চেয়ে
অন্ধকার তোলপাড় ক'রে তোলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নক্ষত্রের মতো ?

কখনও বাতাস

কখনও বাতাস লেগে ও ঘরের পর্দা স'রে গেলে
চিবুকে আট্‌কে-থাকা আল্‌গা হাসির ক্ষীণধারা
চোখে পড়ে—গাছের পাতার ফাঁকে রোদের মতন ;

কখনও বাতাস লেগে নিবুনিবু কাঠের আগুন
অকস্মাৎ দাবানল হতে পারে তর্জনী উঁচিয়ে—
এ-আশ্বাসে বেঁচে থাকি, এই বায়ু নিয়ত নিশ্বাস···

কাঁদে, ত্যাখো, পাথরপ্রতিমা

কান্নার প্লাবনে ভাঙে পাথরের অন্তর্গত শোক।
শোক মানে স্থির মূর্তি : ভাস্করের বাটালি-ছেনিতে
সঙ্গীহীন মানবীর অসহায় ব্যাকুল বিহ্বল
কালো পাথরের মুদ্রা, দৃষ্টিহীন চোখের পল্লব!
মানুষ এগিয়ে আসে ; চেয়ে ত্যাখে, শোকমগ্নতায়
পাথরের স্থিরমূর্তি—রক্তহীন দেহ, অশ্রুহীন
চোখের ইশারা তার ; করতল আবেগবিহীন।
মানুষ তাকিয়ে ত্যাখে ; কান পাতে পাথরের স্তনে—
কোথাও কান্নার নদী আছে কিনা ; বুকের গভীরে
শিল্পীর দীর্ঘশ্বাসে আছে কিনা জলের লবণ ;
কোথাও রয়েছে কিনা প্রবাহিত রক্তের উষ্ণতা।
মানুষ প্রতীক্ষা করে। ব্যথা পায় পাথরের স্থির
মূর্তির মগ্নতা দেখে। সে জানে না কখন মূর্তিও
উঠেছে বিহ্বল হয়ে বুকে মুখ রেখে কেঁদে নিতে।

শোকের প্লাবন তুলে অন্তর্গত গোপনতা ভেঙে
মানুষের বুকে মুখ রেখে কাঁদে পাথরপ্রতিমা॥

এই বুক

এই বুকে মুখ রেখে কান্নার প্লাবনে ভেঙে তুমি
জেগে উঠবে, বলেছিলে। এই বুকে পাথরপ্রতিমা
জলের বন্যায় ভেসে প্রাণ পাবে ; শোলার মুকুট,
সাধের কুসুমহার, গর্জন তেলের উজ্জ্বলতা
জ'লে উঠবে সারা অঙ্গে প্রেমময় দীপাবলী তেজে।
এই বুকে মুখ রেখে কান্নার প্লাবন তুলে তুমি
রৌদ্রময় প্রতিমার রূপ নেবে, বলেছিলে, সখী,
বলেছিলে, মনে পড়ে, এই বুকে কান্নার জোয়ার···

এই বুক মানুষের, প্রেমিকের অঙ্গের ভূষণ ;
তার গর্ব, অহংকার। এই বুকে রয়েছে নিহিত
নদীর গোপন স্রোত, অভিমান, শোক, ভালোবাসা।
উদ্যত থাবার সামনে এই বুক ঢালের মতন
প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলে ; ম'রে গেলে মাটির গভীর
চিরে বের হয় এই বুক হতে নবদূর্বাদল ॥

তবুও কীভাবে যেন রয়ে গেল কিছুটা বিষাদ ;
চোখের কোনায় র'য়ে গেল কিছু নোনাজল,
বিকেলের করুণা ছড়ানো।
রয়ে গেল কিছু ক্লান্তি—
স্থবির কবি-র শেষ কবিতার পাণ্ডুলিপি যেন :
লেখাগুলি অস্পষ্ট, জড়ানো ;
শব্দভেদ আর নয় ততটা প্রখর,
দীপ্তিহীন উপমায় ঢ'লে পড়ে কবি-র কলম।
রয়ে গেল কিছু অবসাদ—
শ্রান্তিহীন কর্মী যেন ঘুমের আবেশে
শুয়ে আছে দিনশেষে গাছের ছায়ায়,
নরম রোদ্দুর এসে তার দীর্ঘ চুলের মায়ায়
আঙুলের স্পর্শ রাখে বেদনাবিহ্বল অনুরাগে।

সব কাজ সারা হলো। সমস্ত দুঃখের
গোপন দুর্ভেদ্য উৎসমুখগুলি ভেঙে দেয়া হলো
নিষ্করুণ বিচারের তলোয়ার খুলে।
এবার মানুষ খুঁজে নেবে তার সমগ্র হৃদয়,
খুলে দেবে হৃদয়ের রুদ্ধস্রোত প্রবল আবেগে,
সব রহস্যের বর্ণমালাগুলি
একে একে চিনে নেবে মানুষের সন্তানসন্ততি :
প্রবীণ প্রেমের দীর্ঘ মানবিক অভিজ্ঞতা দিয়ে
পৃথিবীকে অধিবাসযোগ্য ক'রে নেবে।

তবুও কেন যে এই অবসাদ, ক্লান্তি বা বিষাদ
রয়ে গেল ? সে কি শোক গত শতকের
যেসব মানুষ
পার হয়ে এলো না এ-শতকের উজ্জ্বল ব্যাপ্তিতে
তার জন্য ! নাকি মানুষের আজন্ম অতৃপ্তি
যেদিন আসেনি আজও, হাতের মুঠোয়
তাকে না-পাওয়ার জন্য এই ব্যাকুলতা,
যা বিষাদ ক্লান্তি অবসাদ হয়ে দ্যাখা দিলো
একবিংশ শতকের ভোরে !

জন্মদিনে

স্থির হও অন্ধকারে, প্রিয়,
দেহ জুড়ে ছড়াক উষ্ণতা ;
করতলে রাখো আমলকী,
যাকে ঘিরে জাগে বিহ্বলতা।

এখন গভীর রাত। শুধু
নক্ষত্রের প্রান্ত ছুঁয়ে জাগে
মানুষের স্বপ্নগুলি তার
জন্মের প্রবীণ অনুরাগে।

মাঠের উদোম দেহ এই
অন্ধকারে পেতেছে শরীর
ফসলের প্রগাঢ় উল্লাসে
তার চোখে স্বপ্ন করে ভিড়।

এসো, এই অন্ধকারে রাখো
জন্মের প্রথম আমলকী ;
সন্ততির কামনায় ঘন
হয়ে কাছে এসো তুমি সখী ॥

মানুষের মুখ

ভোরের তরঙ্গময় অমলতা মানুষের মুখে
কোনওদিন জেগেছিল ; সেই শুদ্ধি আজও তার গূঢ়
চেতনায় রয়েছে অম্লান হয়ে ?   প্রত্যেক প্রভাতে
তার স্মৃতি ঘুমভেঙে বেদনায় জেগে ওঠে নাকি ?
আবহমানের ঋজু অমলতা অন্ধকার চিরে
রক্তের জোয়ার তোলে বিস্মৃতির কাদামাখা মাঠে ?
স্বপ্নের ভিতরে জাগে অমল ভোরের প্রিয় মুখই ?
জাগরণে স্মৃতিময় যন্ত্রণার কাঁটা রক্ত ঢালে ?

স্মৃতিহীন বেদনাবিহীন এই অস্তিত্বের রেখা
কেন তবে জেগে থাকে অবিনয়ী প্রবল তুলি-তে ?
কেন কোনও প্রতিস্পর্ধী অঙ্গারের তর্জনী উঁচিয়ে
ছাই ক'রে দেবে না এ-অন্তহীন তীব্র বিস্মরণ !
ভোরের আলোয় কেন মানুষের রাগরাগ মুখ
পাথুরে শরীর ফুঁড়ে সমুদ্যত জেগে উঠবে না ?

জলসম্বোধন

পদ্মপত্রে টলোমল করো কেন, জল !

কবিরা উপমা নেয় তোমার বিভায়
মানুষের জীবনের অনিশ্চিতি দেখে,
ভুলে গিয়ে, তোমার অপর নাম, প্রাণ !

সন্তানের মৃতদেহ রক্তাক্ত উঠোনে—
মায়ের চোখের কোণে জেগে ওঠো তুমি ;
স্বামীর বিক্ষত দেহ জেলের গারদে—
প্রিয়ার চোখের কোণে জ্ব'লে ওঠো তুমি ;
সহোদর গতপ্রাণ দখলি জমিতে—
ভায়ের চোখের কোলে ফুঁশে ওঠো তুমি ;
নিহত বন্ধু-র শব ধানখেতে শুয়ে—
বন্ধু-র নিবিড় চোখে উথ্‌লিয়ে ওঠো !

পদ্মপত্রে টলোমল করো কেন, জল !

তোমার অপর নাম, হে জল, জীবন ;
জেগে ওঠো, জ্ব'লে ওঠো, ফুঁশে ওঠো তুমি,
দিগন্তবিস্তৃতচোখে উথ্‌লিয়ে ওঠো ।
পদ্মের পাতার মতো শ্যামল মাটিতে
জাগুক তোমার বুকে মানবজীবন ॥

একদিন

উল্লাসবিহীন শব্দ শব্দহীন অশ্বক্ষুরধ্বনি
এইসব ব্যাকুলতাবিহীন আহ্বান
এরকম শর্তহীন জীবনযাপন
মন্ত্রহীন উচ্চারণ নিরুত্তর প্রশ্নের মণ্ডলী

একদিন ভেঙে যাবে উপমাবিহীন কবিতায়

একদিন দুলে উঠবে শব্দের গভীরে
একদিন অশ্বক্ষুরে ধ্বনি জাগবে দিগন্তরেখায়
একদিন শর্তময় মন্ত্রমুগ্ধ জলের প্লাবন
একদিন ছুঁয়ে যাবো আহ্বানের বিপুল কুহক

গ্রাম ছাড়ার আগে

শিউলি ঝরছে আজও সুপ্রাচীন উপমার মতো
চোখের জলের স্রোতে ; যেন কারও বেদনাবিহ্বল
চাপাকান্না উথ্‌লোয় দীর্ঘ দেবদারুর পতনে।
মাটিতে কাঁপন জাগে, শিকড়ে শিকড়ে হাহাকার ;
চতুর্দিক জনশূন্য।   সমূহ বিপদে পাখিরাও
উড়ে গেছে নিরাপদ অন্য কোনও বাসার সন্ধানে।
বাতাস স্তম্ভিত হয়—কোথায় বইবে তারা কোন্
পাতার আড়াল জুড়ে, কীভাবে মর্মরধ্বনি তুলে
বৃক্ষের শরীর ঘিরে স্নেহময় আশ্বাস ছড়াবে !

তুমি দেখে এসেছ সে-শিউলির প্রাচীন উপমা
মায়ের চোখের জলে ভেজা কালো মাটির মহিমা
পিছনে এসেছ ফেলে ; বাবার বুকের হাহাকার
ধ'রে আজও সে-মাটি নিরাশ্বাস ক্লান্তির স্বরূপ
তুমি চিনে রেখে দাও।   একদিন তোমাকে এসব
বুকে তুলে নিতে হবে : বিশ্বাসবিহীন পৃথিবীর
চোখমুখজঙ্ঘাদেশ তোমার উত্তপ্ত নিশ্বাসে
কাঁপিয়ে তুলতে হবে রণে, প্রেমে, প্রতিশোধে—
যেভাবে ফিরিয়ে দাও তোমার নিজস্ব প্রেমিকাকে
পরম সোহাগভরে তার প্রেম, আবেগ, বিশ্বাস ॥

২৮ জুলাই, একটি মৃত্যুবার্ষিক ১

একদিন মানুষের অন্তর্গত বিপুল মহিমা
জেগে উঠবে মানবিক প্রবল তাগিদে
তোমার শরীর হতে একদিন সন্তানের মুখ
দেখে ভেসে যাবে এই সংসারের সমূহ কলহ···

উঠোনে ছড়ানো রোদ খেলা করবে বিপুল বৈভবে
আমরা সবাই দেখব ফসলের সম্ভাবনাময়
সরল আলোকরশ্মি কীভাবে বিদ্ধ করছে অন্ধকার আর
তার ক্রুর গোপন শিকড়ে বিষের নীলাভ থলি
তোমার বিষণ্ন মুখ ছেয়ে যাবে প্রগাঢ় সংলাপে
পাড়াপ্রতিবেশী আর জীবনের তুমুল স্পন্দন
অনুভব ক'রে আমাদের এই ঘর একদিন
ভ'রে উঠবে আদিগন্ত উৎসব মুখর···

হবে, হবে, এইসব একদিন হবে
আর হবে সেইদিন স্মৃতিময় তীব্র এক শোক
আমাদের ঘরে নেই আমাদের জ্যেষ্ঠ মানুষেরা—

২৮ জুলাই, একটি মৃত্যুবার্ষিকী ২

জ্যেষ্ঠ মানুষের স্মৃতি জেগে থাকে আঙারের রুদ্ধ অভিমানে·
যদি কেউ উশ্‌কে তোলে তার সুপ্ত প্রতিভার রাগ,
শিখায় শিখায় কেউ আগুনের প্রতিমান জেনে
শিমূলপলাশ হয় পাঁজর ফাটিয়ে,
যদি কেউ ঘনতম অন্ধকার চাঁদমারি ক'রে
সঙ্ঘবদ্ধ মারণাস্ত্র তুলে ধরে আরও একবার—
যদি এই আপাতকল্যাণকামী শান্তির আলস্য নেড়ে ঘেঁটে
কেউ দেখতে পায় তার ফলহীন প্রাকৃতবিকার···

এখন ঘনায় শুধু অন্ধকার, কেবলই ঘনায়,
শীতল কুটিল এক সরীসৃপ চরাচর জুড়ে
ক্রমশই চেপে বসে সুনিশ্চিত জয়ের উল্লাসে।
শুধু জাগে জ্যেষ্ঠ মানুষের স্মৃতি আঙারের তাতে,
অমোঘ মুদ্রায় কেউ জাগতিক সমূহ বিস্ফারে
শিমূলেপলাশে যদি উশ্‌কে তোলে গোপন প্রতিভা···

বেহুলার জন্য

জলে ভাসে লখিন্দর ; কলার মান্দাসে
তার শব আগলিয়ে রমণী বেহুলা
সাহসে বেঁধেছে বুক।   সর্বত্র বাতাসে
হাহাকার জেগে থাকে, ধুলায় ধুলায়
ঝ'রে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ; মনসার বিষ
প্রেমের প্রত্যয়ে হানে কুটিল ছোবল,
বিশ্বাসের ভিত নড়ে ; শুধু হিশ্ হিশ্
সাপের চুম্বনশব্দে অন্ধকারে জল
তার স্রোতোমগ্ন ঢেউ নিয়ে কেঁপে ওঠে।
বেহুলা তবুও জাগে জীবনবিলাসী,
তার কোলে শব ; মন্ত্র কাঁপে তার ঠোঁটে
প্রণয়পিয়াসী ক্লান্ত পদ্মের মতন।

চতুর্দিকে জলস্রোত তোলে ক্রূর হাসি,
বেহুলার বুকে বয় নাড়ি-ছেঁড়া পণ॥

আমার জন্মদিনে

কোথায় যেন উঠেছে শঙ্খধ্বনি,
কোথায় যেন মাঙ্গলিক স্তব
তুলেছে ভ'রে দিবস রজনী—
বুকের ভিতর তুমুল মহোৎসব !

মদের মতন মাতাল জ্যোৎস্নায়
রুচির আভাস চাঁদের গায়ে লাগে,
রাত্রি যেন তোমার উপমায়
সালংকারা শরীর নিয়ে জাগে।

ওই শরীরে শঙ্খধ্বনি উঠে
জানায় কাকে প্রবল আহ্বান
ওই শরীরে মরে যে মাথা কুটে
রাত্রি জুড়ে সমুদ্রের গান···

ওই শরীরে জীবনস্পন্দন
সাজায় জন্মদিনের উপহার ;
মাঙ্গলিক স্তবের উচ্চারণ
আমার বুকে খোলে যে তার দ্বার ॥

সঙ্গহীন প্রাকৃত মানুষ

উদয় রায়, বন্ধুবরেষু

প্রকৃত ঘুমের মধ্যে চ'লে গেল প্রাকৃত মানুষ।
রোদের গোপন রং, শিমূলের উদ্বেল আগুন,
আধূলিআকাশজোড়া ক্যানভাসের আদিম আহ্বান—
সবকিছু ছেড়েছুড়ে অপ্রাকৃত তুলির আঁচড়ে
প্রবঞ্চনাহীন এক স্বপ্নকে সাজাতে সাজাতে
প্রকৃত ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল প্রবীণ মানুষ।

ডুবে গেল। মানে, আর কোনওদিন ভেসে উঠবে না
জলে লেগে থাকবে না কম্পনের বিন্দুমাত্র স্মৃতি।
(আসলে সে তোলেই নি কখনও কম্পন—
ছিল তার শুধু বাঁচা, রং-তুলি জীবনযাপন।)
নির্বিবেক দশদিক জুড়ে শুধু ব্যাকুল কামনা
গোধূলির দিগন্তকে ক'রে তুলবে ম্লান, ম্লানতর।

কেবল স্মরণহীন গম্ভীর ঘুমের মধ্যে আরও
গভীরতা দেখে নেবে সঙ্গহীন প্রাকৃত মানুষ॥

একুশ শতকের কবিতা

সব রহস্যের উদ্‌ঘাটন
একে একে হবে।
একে একে খুলে যাবে বন্ধ সব ঘরের কপাট ;
সবল হাতের টানে জানালার ভারি পাল্লাগুলো
সবিনয় স'রে যাবে।
উদ্দাম হাওয়ার খেলা শুরু হবে ঘরে, বারান্দায়,
রোদের উত্তপ্ত ছুরি চিরে দেবে কীট-জীবাণুর
কুটিল শিকড় ; একে একে উন্মোচিত হবে
এই শেষ সামন্ততান্ত্রিক
প্রাসাদের রহস্যনিচয়।

একে একে খ'শে পড়বে এই রহস্যে, সব জরাজীর্ণ ভার।

উদ্দাম হাওয়ায় আর আলোর উত্তাপে
তখন জাগবে শুধু ওই শ্যাম মুখের আভায়
চোখের বিদ্যুতে আর কপোলের চকিত নিবিড়ে
অন্য এক রহস্যের বীজ।

উদ্বাস্তু

এই অন্ধকারে তোর পুনর্বাসনের জতুগৃহ জ্বলে !

স্বপ্নের ও বিশ্বাসের দাহ্য কাতরতা দিয়ে গড়া
এই ঘরে প্রতিশ্রুতি ছিল
নিরাপদ সুখী জীবনের ;
এই গৃহ সন্নিহিত অনাবাদী জমির গহ্বর
ফাটিয়ে স্বর্ণ শস্যে সমবায় ভাণ্ডার গড়ার
আহ্বান নিহিত ছিল বুকের নিশ্বাসে ;
পরিশ্রমী দু'হাতের অস্থির কামনায়
ধনুকের মতো বেঁকে ছিল দূরদিগন্তের ডাক ।

ছিল শ্রুতি ; ছিল প্রতিশ্রুতি ।
বিশ্বাস ও স্বপ্নঘন মানুষের দেহে
ছিল তার আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের দ্যুতি ;

আর ছিল অন্ধকার জ্বালিয়ে দেবার
দুই চোখে দাহ্য কাতরতা ।

কিন্তু তুই জানিসনি এই অন্ধকার
কতখানি অন্তহীন হতে পারে,
কেমন উল্লাসে তোর পুনর্বাসনের জতুগৃহ
দাউদাউ জ্ব'লে যেতে পারে ;
শিখায় শিখায় তার সব প্রতিশ্রুতি
কীভাবে তুলতে পারে তর্জনীর কুটিল সংকেত
ছাইয়ে ছাইয়ে ঝ'রে যেতে পারে

কীভাবে সমস্ত স্বপ্ন ; বিশ্বাসের সব ভিত্তিভূমি
কীভাবে আমূল কেঁপে উঠতে পারে ;
কীভাবে সমস্ত সাধ, সকল আহ্লাদ
ব্যঙ্গ হয়ে ফিরে আসতে পারে
ছিলাছাড়া তীরের ফলায়
অন্ধকার ছড়াতে ছড়াতে !

এই অন্ধকারে কার পুনর্বাসনের জতুগৃহ জ্বলে ?

যযাতিকে পুরু

শ্রদ্ধেয় কবি অরুণ মিত্রকে নিবেদিত

তোমাকে যৌবন দেবো, দেবো তার প্রবল মত্ততা
দুচোখ ভরিয়ে দেবো তার স্বপ্নে, আর সে স্বপ্নের
বেদনায় দেহ জুড়ে জ্ব'লে উঠবে সংরক্ত শিখার
আদিম কোরক এক, মৃত্তিকার গন্ধ বুকে নিয়ে।
নারীর শরীর হতে নিভৃতের গোপন বিস্ময়
তোমাকে করুক স্তব্ধ। এনে দিক তোমার শরীরে
নদীর প্রবল টান। একরোখা। মোহনামুখীন—
যেখানে সমুদ্র জাগে দিগন্তের এপার-ওপার···

তোমাকে যৌবন দেবো, ধমনীতে জোয়ারের ক্ষোভ,
শব্দের নতুন দ্যুতি যাতে ভাঙে প্রবীণের জড়,

আমার যুবকরক্তে উদাসীন তোমার পাঁজর
যদি ভাঙে প্রাণহীন মানহীন শৃঙ্খল-শৃঙ্খলা,
তোমাকে যৌবন দেবো; তুমি দাও পরিবর্তে তার
ওই বলিরেখাভরা কপালের কুটিল সঞ্চয়—
অমন দুহাত দিয়ে কীভাবে নরকে তুমি একা
লড়াই চালিয়েছিলে, টিঁকেছিলে উঞ্ছবৃত্তি ক'রে,
বলো তুমি সেই ইতিহাস! ঠোঁটে চাপা ক্রোধ রেখে
তোমাকে যৌবন দেবো, তুমি দাও তোমার প্রাজ্ঞতা।

দিনগুলি

দিনগুলি চ'লে যায় কোনও রেখা পিছনে না রেখে !

সূর্যাস্তের রক্তমাখা তীক্ষ্ণ তর্জনীর
স্মৃতিগুলি বৃথা কাঁপে মেঘের আড়ালে
সুনীল রাতের মায়া ছড়াতে ছড়াতে
চাঁদ একা জেগে ওঠে, ভেসে চ'লে যায়—

ও চাঁদ, চোখের জলে ?

কেন প্রসন্নতা

রক্তের প্রবাহ জুড়ে কেন এত প্রসন্নতা কেন
রাগ কই ঘৃণা কই বিষণ্নতা কোথা বিহ্বলতা
রক্তের ভিতরে কই মর্মঘাতী রক্তের জোয়ারে
চা-এর কেত্‌লিভরা গরম জলের চঞ্চলতা

প্রসন্নতা কেন এত প্রসন্নতা কেন এত কেন

আশ্বাসে, উষ্ণতায়

ভ্রূকুটিবিহীন কিছু সরলতা মাখানো আশ্বাস
কোথাও কি অন্ধকার চিরে জেগে আছে একা একা,
ভোরের রোদের মতো সহজাত ঋজুভঙ্গি মেলে !

বুকের ভিতরে ডানা আছড়ায় হৃৎপিণ্ড রাগে
ওই সরলতামাখা আশ্বাসের উষ্ণতা কুড়িয়ে
ভেঙে দিতে দুহাতের আকারবিহীন শৃঙ্খলা ॥

গল্পে গল্পে

গল্পে গল্পে সারারাত কাটে।

বাইরে প্রবল হাওয়া অন্ধকারের স্তব্ধ বুকে জোয়ার এনেছে ;
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়,
বাজ-পড়ার ভীষণ শব্দে
ডুবে যায় গল্পের কথা ;
হারিকেনের টিমটিমে আলো ঘিরে
সারারাত ধ'রে দমবন্ধ সবাই জেগে থাকে।

পুরোনো চিঠির মতো ক্লান্ত স্মৃতির রেশ টেনে
আসে ভোর ; ম্লান, বিষণ্ণ ভোর—
সারা অঙ্গে রাত্রি জাগরণের ক্লেশ নিয়ে
সবাই যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ে।
ঝগড়া করে, হাই তোলে, অর্থহীন কথা বলে,
মদ খেয়ে কেঁদে ওঠে,
আর মনে মনে অপেক্ষা করে—
কখন নামবে রাত, স্তব্ধ কঠোর অন্ধকার রাত,
হারিকেনের টিমটিমে আলো ঘিরে
দুলে উঠবে দুঃখের আর শোকের,
ভয়ের আর মৃত্যুর, রক্তের আর ঘামের,
রাগের আর সাহসের
শেষহীন থমথমে এক গল্পের ডানা···

গল্পে গল্পে নিদ্রাহীন রাতগুলো কাটে।

ক্রমে মুখের চামড়া পড়ে ঝুলে
    কপাল চওড়া হয়
    শরীর যায় বেঁকে
    দপ্‌দপ্‌ করে শিরাগুলো—
কোটরাগত চোখ জ্বলজ্বল করে কী এক বন্য একাগ্রতায় !

ভোরে আসে ; বাসি পোড়ারুটির মতো ভোর ।
গল্পের বাকি অংশ রাতে শুনবে ব'লে সবাই
জীর্ণ শরীরটাকে টানতে টানতে চ'লে যায় কাজে—
সমস্ত কাজের মধ্যে, অর্থহীন আলাপের ভিতরে
ভেসে থাকে গল্পকারের শীর্ণ শান্ত চেহারা,
যে সারারাত সবাইকে জাগিয়ে রেখে
দুঃখের আর শোকের, ভয়ের আর মৃত্যুর,
রক্তের আর ঘামের, ক্রোধের আর সাহসের
গল্প শোনায়, যাতে একদিন সবাই
    তার শেষহীন থমথমে গল্পের
        নায়ক হয়ে ওঠে ;

তাই গল্পে গল্পে নিদ্রাহীন সারারাত কাটে···

বিকল্প ভুবন

কবিতা আসে না আর সহজ স্বভাবে···
নারীর মতন তীব্র আশ্লেষে উল্লাসে
যুবকের রক্ত জুড়ে সপ্রেম সোহাগে,
নাচে না শব্দের দ্যুতি অক্লান্ত বিস্ময়ে।

পৃথিবী নীরব থাকে। অন্ধকার স্রোতে
শব্দহীন ছুটে চ'লে; তারার আলোয়
জাগে না প্রশ্নের ছুরি, বিকল্প ভুবন
কখন মিলিয়ে যায়, শব্দের আড়ালে
বাতাসে চাবুক তুলে গূঢ় প্রতিরূপ
থাকে না কিছুই আর। প্রেরণাবিহীন

তুমিও খোঁজো না আর আগুনে, আয়াসে
মানুষের প্রিয় স্মৃতি, অম্লান গৌরব;
তার বেঁচেবর্তে থাকা, উজ্জ্বল চোখের
আলোয় মুক্তির চিহ্ন, এই প্রিয় মানবজীবন·

ভ্যাখ্যা হবে

যেমন আনন্দহীন পথে পথে শাণিত শূন্যতা
ধরে রাখে উড়ো পাতা, মরা হাসি, কুটিল ব্যস্ততা
নিরানন্দ দিনগুলি ভুলে থাকে শান্ত পরিত্রাণ
বেঁচে-থাকা, বেঁচে-ওঠা বিপরীত স্রোতের উত্থান

থাকো, তুমি ভুলে থাকো। যদি পারো, দাও বিসর্জন
তোমার যা-কিছু ছিল প্রেমরক্তজীবনযৌবন
এমন আনন্দহীন পথে পথে। অ্যাসফল্ট্‌মোড়া
পথের শূন্যতা নিয়ে বাঁধো ঘর না-খোলা, না-জোড়া

যখন আনন্দহীন পথগুলি শাণিত কুটিল
পদশব্দে ভ'রে যাবে, মরা উড়ো হাসির মিছিল
থিক্‌থিক্‌ করবে শুধু পরিত্রাণহীন ব্যস্ততায়

তুমি শান্তকণ্ঠ মাত্র তুলে ধোরো : এবার বিদায় ॥